জলশিশুরা

সুহৃদ সরকার

জলশিশুরা

Charles Kingsley রচিত শিশুতোষ গ্রন্থ The Water Babies এর সংক্ষিপ্ত বঙ্গানুবাদ

সুহৃদ সরকার

This book is for sale at
http://leanpub.com/jolshishura

This version was published on 2013-09-07

This is a Leanpub book. Leanpub empowers authors and publishers with the Lean Publishing process. Lean Publishing is the act of publishing an in-progress ebook using lightweight tools and many iterations to get reader feedback, pivot until you have the right book and build traction once you do.

©2013 সুহৃদ সরকার

Also By সুহৃদ সরকার

Build a Multilingual Website with Joomla! 2.5

সূচীপত্র

অধ্যায় ১ 1

অধ্যায় ১

ছোট্ট ছেলে টম। থাকত উত্তরের এক দেশে। তার শহরে ছিল অজস্র চিমনি। সুযোগ ছিল চিমনি মুছে অজস্র কামাই করার।

টম লেখাপড়া জানত না। সেজন্য কোনো আফসোস ছিল না তার। সে কোনদিন গোসল করত না। কারণ তার মহল্লায় পানি ছিল না। কোনোদিন প্রার্থনা করেনি ঈশ্বরের কাছে। কারণ কেউ তাকে প্রার্থনা করতে শেখায়নি।

টম অর্ধেক সময় হাসত আর অর্ধেক সময় কাঁদত। চিমনি বেয়ে উপরে ওঠার সময় সে কাঁদত। কালি মুছতে চোখের কোণায় কিছু পড়লে কাঁদত, মনিব মারধোর করলে কাঁদত। আর কাঁদত যখন খাবার পেত না। বাকি অর্ধেক সময় সে হাসত। দশজন ছেলের সাথে ডাংগুলি খেলার সময় হাসত, লাইটপোস্টের নিচে ব্যাঙলাফ খেলতে খেলতে হাসত, আর হাসত ছুটন্ত ঘোড়ার পা লক্ষ্য করে ঢিল ছোঁড়ার সময়।

আজও সে একটা ঢিল নিয়ে ঘোড়ার অপেক্ষায় ছিল। ঘোড়া এলেই ছুঁড়ে মারবে পা লক্ষ্য করে। এমন সময় এলো এক সুদর্শন যুবক, টাট্টু ঘোড়ায় চড়ে। টম টাট্টু ঘোড়ার পা লক্ষ্য করে ঢিল ছোঁড়ার জন্য প্রস্তুত হয়েছে। এই ছুঁড়ল বলে, এমন সময় সুদর্শন যুবক দেখে ফেলল তাকে। দেখেই কাছে ডাকল। জিজ্ঞেস করল, "গ্রিম সাহেব কোথায় থাকে, বলতে পারো?"

মি. গ্রিম হলো টমের মনিব। মনিবের খরিদ্দারদের সাথে টমের কোনো বিরোধ ছিল না। প্রত্যেক খরিদ্দারকেই সন্তুষ্ট করতে চেষ্টা করত সে। তাই ঢিলটা ফেলে দিয়ে দেয়ালের আড়াল থেকে বের হয়ে আসতে হলো টমকে।

খরিদ্দার পেয়ে মি. গ্রিম বেশ খুশি। জানাল, "আগামীকাল পরিষ্কার

করে দেয়া হবে আপনার চিমনি।□ একথা শুনে সুদর্শন যুবক চলে গেল।

নতুন খরিদ্দার পেয়ে টমের মনিব আনন্দে আত্মহারা। □ভোরে জাগতে হবে,□ সাবধান করে দিল টমকে।

মি. গ্রিমের ঘুম ভাঙল ভোর চারটায়। উঠেই সে টমকে এক ঘুষি মারল। বলল, □আজ খুব ভাল ছেলেটি হয়ে থাকবি, বুঝলি? অনেক বড় বাড়িতে যাবো। বদমায়েশি করলে তোকে আস্ত রাখব না কিন্তু!□

ভোর হতেই দু□জনে রওনা দিল। গাধার পিঠে চড়ে সামনে সামনে চলল টমের মনিব। আর টম ঝাড়ু হাতে গাধার পেছন পেছন হেঁটে চলল। আশপাশের বাড়িগুলোর দরজা-জানালা তখনও বন্ধ। রাস্তায় টহল দেয়া পুলিশরা কেবল ঘুমোতে শুরু করেছে।

তারা একটা গ্রাম পার হলো। তারপর খোলা মাঠ। চারদিক নীরবতা। কেবল একটানা ইঞ্জিনের শব্দ ভেসে আসছে দূর থেকে। কোথাও মানুষ নেই। একটা লম্বা দেয়ালের পাশ ঘেঁষে এগিয়ে চলল দু□জন।

নয়নভরে সবকিছু দেখল টম। আগে সে কখনও গ্রামের দিকে এতদূর আসেনি। তার ইচ্ছে হচ্ছিল দেয়ালের উপর উঠে ঘাসফুল নেয়। কিন্তু মি. গ্রিমের ভয়ে তা পারল না।

চলতে চলতে দেখা মিলল এক আইরিশ মহিলার। বয়স অনেক, পায়ে জুতো-মোজা কিছু নেই, কাঁধে একটা ঝোলা। ধূসর ওড়না আর খয়েরি পেটিকোট পরনে। তার হাঁটা দেখে মনে হচ্ছে পায়ে ফোস্কা পড়েছে। মি. গ্রিমের কাছে এসে সে বলল, □এই রাস্তাটা খুবই খারাপ, হেঁটে যেতে পারছি না।

আমাকে কি তোমার গাধার পিঠে নেবে বাছা?□ শুনে মি. গ্রিম কটমটিয়ে তাকাল।

মহিলা বলে উঠল, □না বাবা, দরকার নেই। আমি বরং এই ছেলেটির সাথে হেঁটে যাই□।

মি. গ্রিম বলল, "যা ইচ্ছে করো গে।"

মহিলা টমের সাথে হেঁটে চলল। কথা হলো টমের সাথে। টমকে জিজ্ঞেস করল অনেক প্রশ্ন। মহিলা বলল, "তুমি প্রার্থনা করতে জানো?"

"না," জানাল টম।

"কেউ তোমাকে শেখায় নি?"

"না, শেখায় নি," বলল টম।

শুনে বেশ দুঃখ পেল ওই মহিলা। টমের মনে হলো এমন সুন্দর মানুষ সে কখনও দেখেনি।

এবার টম প্রশ্ন করল মহিলাকে, "কোথায় থাকেন আপনি?"

"আমি থাকি অনেক দূরে, সমুদ্রের ওপাড়ে।"

"সমুদ্র? সে আবার কি?" অবাক হয়ে প্রশ্ন করল টম।

"কেন বাছা, সমুদ্র চেনো না? সমুদ্রে জল আর জল। সেই জল কখনও শান্ত, কখনও ভীষণ অশান্ত। ওখানে কতজন আসে, কত ছেলে-মেয়ে এসে গোসল করে। তারপর চলে যায়।" শুনে টম আর নিজেকে সামলাতে পারল না। বলল, "বুড়িমা, আমি যাব ওই সমুদ্রে।"

গল্প করতে করতে তারা এসে পৌঁছুল এক পাহাড়ের ঢালে। দেখা গেল একটা স্বচ্ছ ঝর্ণা। দেখে বোঝা যায় না কোথায় তার শুরু আর কোথায় শেষ।

মি. গ্রিম নামল এবং ঝর্ণার দিকে তাকাল। টমও তাকাল। টমের ভয় হচ্ছিল এই বুঝি কেউ বেরিয়ে আসে অন্ধকার গুহা থেকে। মি. গ্রিমের সে ভয় ছিল না। কোনো কথা না বলে সে গাধার পিঠ থেকে নামল। গিয়ে বসল ঝর্ণার পাশে। হাঁটু গেড়ে মাথাটা ডোবাল ঝর্ণার পানিতে। টমের মনে হলো মি. গ্রিম গোটা ঝর্ণাটাই নোংরা করে ফেলল।

মি. গ্রিমকে গোসল করতে দেখে টম হা করে দাঁড়িয়ে রইল। কারণ সে জানে কেবল নোংরা লোকরাই গোসল করে। তাই মি. গ্রিম গোসল সেরে উঠে এলে টম জিজ্ঞেস করল, "মনিব, আপনাকে তো কখনও এরকম করতে দেখিনি, আজ কেন এমন করলেন?"

"কখনও দেখিসনি, কখনও দেখবিও না! ভাবিস না গায়ের নোংরা পরিষ্কার করার জন্য গোসল করেছি। নিজেকে ঠান্ডা করার জন্য গোসল করলাম, বুঝলি?"

"তাহলে আমিও যাই, মনিব। মাথাটা ডুবিয়ে আসি," বলল টম।

"দরকার নেই, আমার পিছু পিছু আয়। তোর আবার গোসল কি?" বলল মি. গ্রিম।

কিন্তু টম শুনল না তার কথা। "তোমাকে পরোয়া করি না" - বলে ঝাঁপিয়ে পড়ল ঝর্ণার জলে। নেমেই হাতমুখ ভাল করে পরিষ্কার করতে লাগল।

মি. গ্রিম বেশ রেগেই ছিল। কারণ বুড়ি মহিলাটা তার সাথে কথা না বলে এতক্ষণ কেবল টমের সাথে বকবক করছিল। এটা সহ্য হচ্ছিল না মি. গ্রিমের। এখন টম সরাসরি অবাধ্য হওয়ায় তাকে উদ্দেশ্য করে যাচ্ছে তাই গালাগাল শুরু করল। তারপর নেমে গিয়ে কান ধরে টেনে তুলল টমকে। পেটালো আচ্ছা মতো।

টম মার খাওয়ায় অভ্যস্ত। মার থেকে বাঁচার জন্য মাথা গুজল মি. গ্রিমের দু'পায়ের ফাঁকে। মি. গ্রিম সমস্ত শক্তি দিয়ে টমকে লাথি মারার চেষ্টা করল। কিন্তু পারল না। লাথি মারতে গেলেই টম পায়ের ফাঁকে ঢুকে পড়ে।

"তোমার কি লজ্জা শরম নেই, টমাস গ্রিম?" চিৎকার করে উঠল আইরিশ মহিলা। নাম শুনে মাথা তুলে তাকাল মি. গ্রিম। বলল, "না, কখনও ছিল না, এখনও নেই।" তারপর আবার টমকে পেটাতে শুরু করল।

□ঠিকই বলেছ, লজ্জা থাকলে অনেক আগেই ভেন্ডেলে যেতে।□ বলল বুড়িমা। টমকে পেটানো বাদ দিয়ে চিৎকার করে উঠল গ্রিম, □ভেন্ডেল সম্পর্কে তুমি কী জান?□

□জানি, অনেক কিছুই জানি। তোমার সম্পর্কেও জানি। আমি জানি সেই রাতে কী ঘটেছিল।□

□তুমি জানো?□ আশ্চর্য হলো মি. গ্রিম। তারপর লাফিয়ে দেয়ালের উপর উঠল। দাঁড়াল বুড়িমার মুখোমুখি।

টম মনে করল গ্রিম এবার বুড়িমাকে মারবে। কিন্তু বুড়িমাও চোখমুখ রাঙিয়ে মুখোমুখি দাঁড়াল। বলল, □হ্যাঁ, আমি সেখানে ছিলাম। যদি তুমি এই ছেলেটার গায়ে আবার হাত তোলো, তাহলে সব ফাঁস করে দেব।□

এই শুনে মি. গ্রিম ভেড়া বনে গেল। একটিও কথা না বলে গাধার পিঠে উঠে বসল।

□দাঁড়াও,□ বলল বুড়িমা। □আমার একটা কথা মনে রেখ। তোমরা দু□জনেই আরেকবার আমার দেখা পাবে। তোমরা যারা পরিষ্কার থাকতে চাও তারা পরিষ্কার থাকবে। আর যার ইচ্ছে নোংরা হয়ে থাকা, সে সেরকমই থাকবে। কথাটা মনে রেখো।□

এই বলে বুড়িমা একটা মাঠের দিকে চলে গেল। গ্রিম আরো কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে রইল। মনে হলো কেউ তাকে পাথর ছুঁড়ে মেরেছে। হঠাৎ সম্বিত্ ফিরল মি. গ্রিমের। তারপর দৌড় দিল বুড়িমার খোঁজে। □তুমি ফিরে আসো, তুমি ফিরে আসো!□ চিৎকার করল মি. গ্রিম। কিন্তু মাঠে পৌঁছে দেখা গেল কোথাও বুড়িমা নেই । চারদিক ফাঁকা।

কোথায় গেল বুড়িমা? চারপাশে কোথাও তো লুকোবার জায়গা নেই। দু□জনে তন্নতন্ন করে খুঁজে দেখল সব। কিন্তু কোনো হদিস মিলল না। মি. গ্রিম হতাশ হলো। অবাক হলো টম।

মাইল তিনেক চলার পর তারা স্যার জনের বাড়ির কাছে এসে পৌঁছুল।

বিশাল বাড়ি। সামনে মস্ত বড় লোহার গেট। মি. গ্রিম বেল টিপতেই বেরিয়ে এল কেয়ারটেকার। গেট খুলে দিল।

□আমি আপনাদের অপেক্ষায় ছিলাম। কিন্তু এতক্ষণ রাস্তার দিকে তাকিয়ে থেকে একটা খরগোশও নজরে পড়ল না। তাই ফিরে এলাম একটু আগে,□ বলল কেয়ারটেকার। কেয়ারটেকারের সাথে তারা একটা লম্বা করিডোর পার হলো। টম দেখল কেয়ারটেকার আর মি. গ্রিম খোশালাপে মেতে উঠেছে। রাস্তার পাশে ঝোঁপের আড়ালে শুয়ে থাকা হরিণের শিং টমের নজরে পড়ল। টম আগে কখনও এত বিচিত্র রকমের গাছ দেখেনি। কি লম্বা লম্বা গাছ! মাথা যেন আকাশে ঠেকে গেছে। টম এসব দেখে অবাক হলো। কেয়ারটেকারকে জিজ্ঞেস না করে পারল না।

ভয়ে ভয়ে বেশ ভদ্রভাবেই জিজ্ঞেস করল। কেয়ারটেকারকে □স্যার□ বলে সম্বোধন করতে ভুলল না। এতে কেয়ারটেকার খুব খুশি হলো। টমের জবাবে কেয়ারটেকার বলল, □ওগুলো মৌমাছি!□

□মৌমাছি কী?□ জিজ্ঞেস করল টম।

□মৌমাছি মধু তৈরি করে□.□

□মধু কী?□ আবার জিজ্ঞেস করে টম।

□তোর বকবকানি থামা!□ গর্জে উঠল মি. গ্রিম।

□বলুক না,□ বলল কেয়ারটেকার, □ছেলেটা বেশ ভদ্র। কিন্তু আপনার সাথে থাকলে সে অল্প দিনেই লম্বা হয়ে যাবে।□ শুনে গ্রিম হাসল। কারণ সে মনে করল কেয়ারটেকার তার প্রশংসা করছে।

□আমার ইচ্ছে করছে আপনার মতো কেয়ারটেকার হই, এই রকম সুন্দর জায়গায় থেকে যাই। গাছ দেখি, পাখি দেখি। আপনার মতো একটা বাঁশি আমার পকেটে থাকলে বেশ হয়,□ বলল টম।

শুনে কেয়ারটেকার মুচকি হাসল।

বাগান পেরিয়ে ওরা এসে পৌঁছুল মূল ভবনে। বিশাল দালান দেখে টম চিমনি গুনতে শুরু করল। কত আগে তৈরি এই বাড়ি, কে তৈরি করেছে, তৈরি করার পর মজুরি পেয়েছে কি না এসব প্রশ্ন তার মাথায় ঘুরপাক খেল।

ওরা ঘুর পথে বাড়ির পেছন দিকে ঢুকল। কেয়ারটেকার দেখিয়ে দিল কোন কোন চিমনি পরিষ্কার করতে হবে। টম তরতরিয়ে উপরে উঠে গেল। তার আগে মি. গ্রিম সাবধান করে দিল, □ঠিকমতো কাজ করবি ফকিন্নির বাচ্চা। কোনো অঘটন ঘটলে তোর কপালে বহুৎ কষ্ট আছে।□ চিমনির উপরে উঠে টমের ভয় গেল না। মনে হলো এই বুঝি তার মনিব পাছায় একটা লাথি বসিয়ে দেয়।

কয়টা চিমনি সে মুছল বলা যায় না। তবে সংখ্যাটা নেহাত্ কম নয়। এতগুলো চিমনি মুছে সে ক্লান্ত হয়ে পড়ল। এখানকার চিমনিগুলো শহরের চিমনির মতো নয়। এগুলো সবই পুরনো ধাঁচের, প্যাঁচানো। একটার মধ্য দিয়ে যেতে লেগে টম পথ হারিয়ে ফেলল। সেটা দিয়ে এসে পৌঁছুল একটা ঘরের মধ্যে। এরকম ঘর সে জীবনে দেখেনি।

গোটা ঘর সাদায় ঢাকা। দরজা, জানালার পর্দা, বিছানার চাদর, আসবাবপত্র, দেয়াল সবই সাদা। মাঝে দু□একটা গোলাপী আঁচড় কাটা।

একপাশে নজর পড়তেই টম অবাক হলো। একটা বেসিন, সাবান, তোয়ালে এবং স্বচ্ছ পানিতে ভরা একটা বাথটাব। গোসলের জন্য একগাদা জিনিস।

□এ বাড়ির মহিলা নিশ্চয় খুবই নোংরা! নইলে গোসলের জন্য এতো সরঞ্জাম কেন? সাবানই বা কেন!□ ভাবল টম।

আর তখনই বিছানার দিকে নজর গেল। দেখতে পেল সেই □নোংরা মহিলা□কে। দেখে তার নিশ্বাস বন্ধ হওয়ার উপক্রম হলো।

সাদা বিছানা আর সাদা বালিশের মাঝে শুয়ে আছে অপূর্ব সুন্দর এক বালিকা। এত সুন্দর মেয়ে টম কখনও দেখেনি। মেয়েটা টমের

সমবয়সী কিংবা দু-এক বছরের বড় হবে। কিন্তু টম সেটা ভাবল না। তার চিন্তা হলো মেয়েটির স্বচ্ছ মোলায়েম ত্বক নিয়ে। মানুষের চামড়া এত সুন্দর হতে পারে? এটা কি সত্যিই মানুষ নাকি মোমের পুতুল? টমের সন্দেহ দুর হলো যখন দেখল মেয়েটা শ্বাস নিচ্ছে। তার দিকে তাকিয়ে রইল টম, যেন স্বর্গের কোনো পরীকে দেখছে সে।

"গোসল করলে কি সব মানুষই এরকম সুন্দর হয়?" নিজের মনেই প্রশ্ন করল টম। তাকাল নিজের কব্জির দিকে। ঘষে তুলতে চাইল ময়লা।

"আমি ওর চেয়েও সুন্দর হতাম, যদি ওর মতো পরিবেশে বেড়ে উঠতাম," ভাবল টম।

টম পেছন ফিরে অবাক হলো। দেখল সারা গায়ে কালি মেখে একটা বনমানুষের বাচ্চা দাঁড়িয়ে আছে। এই সুন্দর মেয়ের ঘরে এরকম বিদঘুটে মানুষ দেখে সে অবাক হলো। একটু পরেই বুঝতে পারল এটি তার নিজেরই ছবি। এর আগে সে কখনও নিজের ছবি দেখেনি।

নিজের নোংরা ছবি দেখে ভীষণ রাগ হলো টমের। ঘর থেকে ছুটে বেরিয়ে যেতে চাইল। তখনই ঘটল অঘটন। হাতের টিনটা পড়ে গেল মাটিতে। ঝনাত্ করে শব্দ হলো।

সেই শব্দে ময়ুরের মতো পেখম তুলে জেগে উঠল ছোট মেয়েটি। অন্য ঘর থেকে ছুটে এলো আয়া। সে টমকে দেখে ভাবল নিশ্চয় চুরি করতে এসেছে। দেরি না করে ঝাঁপিয়ে পড়ল টমের উপর। কিন্তু টম সাথে সাথে বসে পড়ল। আয়া তার জামার আস্তিন ধরে ফেলল। টম কসরত করে আয়ার বগলের নিচ দিয়ে বেরিয়ে গেল। দিল এক ভোঁ দৌড়। জানালা ডিঙিয়ে রেলিং পেরিয়ে দৌড়ে চলল টম।

গিয়ে পড়ল এক বাগানে। অজস্র গাছে ভর্তি বাগানটা। ওসব গাছের মধ্য দিয়ে বেড়ালের মতো নিঃশব্দে চলল টম। আয়াটা জানালায় দাঁড়িয়ে তখনও "ডাকাত, ডাকাত" বলে চিৎকার করছে।

সেই শুনে বাগানের মালি ছুঁড়ে ফেলল তার খুন্তি। পিছু নিল টমের। গোয়ালিনী মাখন তৈরিতে ব্যস্ত ছিল। সবকিছু ফেলে সেও টমের পিছু ধাওয়া করল। এক ঝাড়ুদার খড়ের গাদা পরিষ্কার করছিল। সেখানে দাঁড়িয়ে ছিল মি. গ্রিম। দু□জনেই দৌড় দিল টমকে ধরার জন্য।

এক সহিস ঘোড়ার জিন লাগাচ্ছিল। সেও ধাওয়া করল টমকে। এক চাষী লাঙল নিয়ে কেবল মাঠে নেমেছে। জোয়ালের জোত দিয়েছে এক গরুর কাঁধে আরেক গরুর কাঁধে এখনও দেয়া হয়নি। চিৎকার শুনে সেও ভুলে গেলে কাজের কথা। দৌড় দিল টমকে ধরার জন্য।

স্যার জন পড়ছিলেন তার পড়ার ঘরে বসে। আয়ার চিৎকার শুনে জানালার পাশে এলেন তিনি। তখনই একটা কুটো পড়ল চোখে। চোখ কচলাতে কচলাতেই তিনি দৌড় দিলেন টমকে ধরার জন্য।

এক বুড়ি সারাদিন ভিক্ষা শেষে বাড়ি ফিরছিল। ভিক্ষার সম্বল রাস্তায় ফেলে সেও ধাওয়া করল টমকে।

স্যার জনের বাসার পাশে আগে কখনও এতো হল্লা হয়নি। আজ সবাই ছুটছে টমের পিছে। মালী, গোয়ালিনী, ঝাড়ুদার, সহিস, চাষী, ভিখারিনী এমন কি স্বয়ং স্যার জন চিৎকার করছেন □ধরো, ধরো। চোরকে ধরো।□ শুনে মনে হচ্ছে কম করে হলেও হাজার টাকা আছে টমের খালি পকেটে।

সারাক্ষণই দৌড়াচ্ছিল টম। গরিলার মতো লাফিয়ে লাফিয়ে চলছে সে। তাকে ধরার জন্য কমপক্ষে পঞ্চাশজন পিছু নিয়েছে। কিন্তু হায়, একজনও নেই তার পক্ষে।

দৌড়াতে দৌড়াতে একটা জঙ্গলে ঢুকলো টম। জঙ্গল সম্পর্কে তার মোটেও ধারণা নেই। ভাবল নিশ্চয় এখানে লুকোনোর মতো একটা ঝোপ পাওয়া যাবে। এই মনে করে এক গাদা কৃষ্ণচুড়া গাছের মাঝে নিজেকে চালান করে দিল। আর তখনই বুঝল সে একটা ফাঁদে পড়েছে। সব কটা গাছ যেন তাকে পিষে ফেলতে চাইছে। এখান থেকে পালানো দরকার। তাড়াতাড়ি উপরে উঠে গেল টম। চিমনি বেয়ে

ওঠার দক্ষতা এখানে বেশ কাজে দিল। তবু উঠতে লেগে বুনোঘাসের আঁচড়ে তার কোমল আঙুল কেটে গেল। রক্ত পড়তে শুরু করল সেখান থেকে।

গাছের উপর থেকে লাফিয়ে পড়ল নিচে, একটা দেয়ালের কাছ ঘেঁষে। মাথাটা ঠুকে গেল দেয়ালে। সেজন্য পরোয়া করল না। দেয়ালের ওপারে দূরে দেখতে পেল খোলা মাঠ।

টম বেশ চালাক ছেলে। মাঠ দেখতে পেয়েই দৌড় দিল দেয়াল ঘেঁষে। দৌড়াল মাইল খানেক।

অন্য দিকে স্যার জন ও তার দলবল উল্টোদিকে মাইল খানেক দূরে চলে গেল। টম শুনতে পেল তাদের হল্লা ক্রমেই ক্ষীণ হয়ে আসছে। টম জানে এখন আর তারা কেউ তাকে দেখতে পাবে না। এই ভেবে সে আনন্দে শিস দিল।

সে এসে পৌঁছুল একটা ঢালু জায়গায়। ঢাল বেয়ে নেমে গেল নিচে। অঞ্চলটা বেশ পাথুরে। একটু পর পরই পাথরের ঢিবি। লাফিয়ে লাফিয়ে চলল সে, এক পাথর থেকে আরেক পাথরে। নজরে পড়ল মাকড়সা। টমের মনে হলো মাকড়সা বুঝি আক্রমণ করবে তাকে। কিন্তু টমকে দেখা মাত্র মাকড়সা গুলো উধাও হলো।

সেই ভিখারিনীই কেবল দেখেছিল টম কোন পথে গেছে। কিন্তু সে নীরবে হেঁটে চলেছিল। কেউই সেই মহিলাকে চেনে না। এ ওকে জিজ্ঞেস করছিল মহিলার ব্যাপারে। কেউই বলতে পারেনি তার পরিচয়। কিন্তু সেই মহিলা একই রকম গতিতে হেঁটে যাচ্ছিল।

টম যখন এসে পৌঁছুল তখন আর কেউই তাকে দেখতে পেল না। দেখতে না পাওয়ায় অনেকেই ভুলে গেল তার কথা। ভিখারিনী সবার চোখের আড়ালে দেয়াল ঘেষে এগিয়ে চলল। টমকে অনুসরণ করল, চোখে চোখে রাখল প্রতি মুহূর্তে।

টম হেঁটেই চলল, একটানা। কেন হাঁটছে তা সে জানে না। হাঁটতে

হাঁটতে সে আবার পাহাড়ের উপর উঠল। আরেকটু সামনে এগিয়েই পেল চুনাপাথরের স্তুপ। ঢালাই করা খারাপ মেঝের মতো মনে হলো সেগুলো। একটা স্তুপ থেকে আরেকটা স্তুপে লাফিয়ে চলতে হলো তাকে। দু□একবার পা পিছলে পড়ে গেল। কেটে গেল হাঁটুর চামড়া। তবু সে এগিয়ে চলল। সে জানে না কেন? পেছন ফিরে তাকালো না পর্যন্ত। পেছনে তাকিয়ে সেই মহিলাকে দেখলে সে কী করত বলা যায় না। টম সেই মহিলাকে দেখতে পেল না, যদিও মহিলা তাকে ঠিকই দেখল।

বেশ ক্লান্ত এবং ক্ষুধার্ত মনে হলো টমের। অনেক পথ দৌড়িয়েছে সে। সূর্য উঠে গেছে মধ্য গগনে। গনগনে রোদ ছড়াচ্ছে চারপাশে। পাথরগুলো উনোনের মতো উত্তপ্ত হয়ে উঠেছে। সে কোথাও খাবার কিছু পেল না। পানীয়ের দেখাও মিলল না।

তাই টম হেঁটেই চলল। রৌদ্রের উত্তাপে তার মাথা ঘুরতে লাগল। হঠাত্ তার মনে হলো দূরে কোথাও যেন চার্চের ঘন্টা বেজে উঠল।

□আহ্! চার্চ থাকলে সেখানে মানুষজনও থাকবে। নিশ্চয় তারা আমাকে সামান্য খাবার দেবে।□ তাই সে চার্চের খোঁজ করতে লাগল। সে নিশ্চিত, চার্চের ঘন্টা পরিষ্কার শোনা গেছে।

মিনিটখানেক পর সে চারপাশে তাকাল। তারপর থামল। বলল, □হায়। কত বড় এই পৃথিবী!□

সত্যিই পৃথিবীটা অনেক বড়। চারপাশে কতকিছু নজরে পড়ল তার। একপাশে সারি সারি পাহাড়। একদিকে দূরে কয়লাখনির সিগন্যাল বাতি। আরো দূরে সমুদ্র, সমুদ্রে ভাসমান অসংখ্য জাহাজ। একপাশে বয়ে চলছে একটা নদী। কিন্তু সবই দূরে, অনেক দূরে। পেছন ফিরে তাকাল টম। নজরে পড়ল একটা সবুজ উপত্যকা। তারই নিচে একটা ছোট্ট কুটির। নজরে পড়ল লাল পেটিকোট পরিহিতা এক মহিলা। □ওখানে গেলে মহিলা নিশ্চয় আমাকে কিছু খেতে দেবে,□ ভাবল টম।

□পাঁচ মিনিটের মধ্যেই ওখানে নামতে হবে। নিশ্চয় খবরটা এখনও এখানে এসে পৌঁছায়নি। পৌঁছানোর আগেই আমার খাবারটা চাই।□

এই ভেবে সে তড়িঘড়ি নামতে চাইল। কিন্তু একটু পরেই বুঝতে পারল পাঁচ মিনিটে ওখানে যাওয়া যাবে না। বাড়িটা অনেক নিচুতে।

সে নেমেই চলল। পায়ে প্রচন্ড ব্যাথা। তবু কোনো বাধা মানল না টম। নামতে নামতে তার কানে এলো চার্চের ঘন্টা। নদীর কলকল শব্দও শুনতে পেল সে। মনে হলো নদী যেন গান গাইছে। বলছে, □নেমে আসো, শীতল হও, খেলা করো।□

তাই টম নামতে থাকল। নামার সময় তার পেছনে কাউকে দেখতে পেল না। সেই ভিখারিনী মহিলাকেও না।